দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

আন্দোলনরত শিক্ষকদের একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা ৯১ ভাগ বেতন-ভাতা বাড়িয়েছি। অতীতে কেউ কোনদিন এতো বিপুল পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি করেনি। আমার মনে হয় একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি। একটু কমিয়ে দেয়াই ভাল ছিল। আর যতদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন শেষ না হচ্ছে, ততদিন তাদের (শিক্ষক) বর্ধিত বেতনও নেয়া উচিত হবে না।

গতকাল রবিবার গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে পে স্কেল নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো কথা নেই, বার্তা নেই, পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

আন্দোলনরত শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওনারা (শিক্ষকরা) আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেবেন কেন? শিক্ষকরা আন্দোলন করতে যাবেন কিসের জন্য? আর যদি করতেই হয়, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করার কোন অধিকার তো তাদের নেই।

তিনি বলেন, সচিবসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরের বয়স যেখানে ৫৯ বছর, সেখানে শিক্ষকরা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে পারেন। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করার সুযোগ পেলেও সচিবরা তেমন সুযোগ পান না। যদি সমান করতে হয়, তাহলে তো সব কিছুই সমান সমান হতে হবে। চাকরির বয়স তো কমাতে হবে। আর যতদিন আন্দোলন শেষ না হবে ততদিন বর্ধিত বেতন কেউ নেবেন না, সেই সিদ্ধান্তও দিক।

শেখ হাসিনা বলেন, ওনারা (শিক্ষক) সচিবদের সঙ্গে বেতন তুলনা করছেন। আচ্ছা সচিবরা কী কী সুবিধা পাচ্ছেন আর ওনারা কী কী ভোগ করছেন তার একটা তুলনামূলক চিত্র লেখেন না! কোন ইউনিভার্সিটির কত শিক্ষক কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করেন, সে হিসাব কিন্তু আমার কাছে আছে।

শিক্ষকদের আন্দোলন করার দরকার ছিল না মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে আমার হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই। আন্দোলন যেহেতু করছেন, অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী আছেন তারা দেখবেন। কমিটি করা হয়েছে, তারাও দেখবে। আমরা ওনাদের (শিক্ষক) অনুরোধ করব, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না করেন।